R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—1

টেলিফোন : ৩৪-১৩৩২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ.
৩১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা পৌষ বুধবার, ১৩৯১ সাল
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲সডাক

জঙ্গীপুরে কংগ্রেস কি সি পি এমের বাড়া ভাতে ছাই দিতে পারবে ?

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : এলাহাবাদ থেকে বহরমপুর পর্যন্ত প্রায় ১০টি নির্বাচনী কেন্দ্রের ফলাফল নিয়ে বাজী ধরেছেন জঙ্গীপুরের প্রায় একশো মানুষ। মুরশিদাবাদে কংগ্রেস-ই দুটি আসন পাবে কিনা তা নিয়েও বাজী রয়েছে অনেকের মধ্যেই। বাজীতে অংশগ্রহণকারীরা কেউই সক্রিয়ভাবে রাজনীতি না করলেও, বলতে দ্বিধা নেই, দু-চার জন ছাড়া প্রায় সকলেই কংগ্রেসী সমর্থক। জঙ্গীপুরে বসে ভারতবর্ষের অচেনা-অজানা কেন্দ্রগুলি নিয়ে বাজীর আসরগুলি সরগরম করলেও নিজস্ব কেন্দ্র খোদ জঙ্গীপুর নিয়ে বাজী রাখতে রাজী হননি প্রায় কেউই। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার বিশ্লেষণ থেকে তারা, কংগ্রেসের অবস্থা যত ভালই হোক না কেন, সকলেই এই কেন্দ্রে সি পি এমের জয় সম্পর্কে বেশীমাত্রায় সুনিশ্চিত। এই সুনিশ্চিত ধারণাটা বেশীরভাগ কংগ্রেস নেতা ও কর্মীর মধ্যেও বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। হাওয়ার চেয়েও দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। তাই অঘটন কিছু ঘটিয়ে কংগ্রেস জঙ্গীপুরের আসনটি পুনর্দখল করতে পারবেন এরকম আশাবাণী শোনাতে ভরসা পাননি কেউই। ৭ বিধানসভা নিয়ে গঠিত জঙ্গীপুর আসনের ৫টি বিধানসভা বামফ্রন্ট এবং ২টি কংগ্রেসের দখলে। গত লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গীপুর আসনটি দখলে রেখেছিল সি পি এম। কংগ্রেসের হাজী লুৎফল হককে বাহাত্তর হাজারেরও বেশী ভোটে হারিয়ে সি পি এমের জয়নাল আবেদীনের ওই বিরাট ব্যবধানের জয়লাভও ছিল অপ্রত্যাশিত। সাতাত্তরের নির্বাচনে সি পি এম প্রার্থী ছিলেন শশাংক শেখর সান্যাল। লুৎফল সাহেব তার কাছে হেরেছিলেন হাজার আড়ায়েক ভোটে। তার আগে জঙ্গীপুর আসনটি মূলত ছিল কংগ্রেসী ঘাঁটি। সি পি এমের অনুপ্রবেশ এখানে ছিল অকল্পনীয়। সেই কংগ্রেসী ঘাঁটি আজ ভেঙ্গে ছত্রখান। জঙ্গীপুর আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ৮ জন হলেও মূল লড়াই সি পি এমের জয়নাল আবেদীনের সঙ্গে কংগ্রেস-ইর মহঃ (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কংগ্রেসের ক্ষতি এবং সি পি এমকে লাভবান করেছে রেলমন্ত্রীর জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদীঘি : জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাগরদীঘি বিধানসভায় প্রাক্ নির্বাচনী পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, অন্তত: এই বিধানসভায় সি পি এম দল সহজেই অনেক এগিয়ে যাবে। তার প্রধান কারণ, এই দলে নেতার চেয়ে কর্মী বেশী। ফ্লোটিং ভোট টানতে এরা ওস্তাদ। আনুষ্ঠানিকভাবে অষ্টম লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার বহু আগে থেকেই সাগরদীঘি এবং গ্রামাঞ্চলে দেওয়াল লিখনের কাজ তারা প্রায় সম্পূর্ণ করে রেখেছিল। ফলে প্রচারের কাজে তাদের ক্যাডাররা অনেক বেশী সময় দিতে পেরেছে। অন্যদিকে কংগ্রেস (ই) দলের প্রার্থী নির্বাচনে বিলম্ব ঘটায় সময়াভাবে এবং স্থানাভাবে তারা দায়সারা গোছে দেওয়াল লিখনের কাজ করেছে। সি পি এম (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'জেলার ১ শো বুথে বসবে কড়া পাহারা'

বিশেষ সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদ জেলার ১০০টি বুথে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেলা প্রশাসন। ৩,০৬২টি বুথের মধ্যে অন্যান্য গুলিতে পাহারার কাজে থাকবেন লাঠিধারী হোমগার্ডেরা। এক বিশেষ রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী কার্য্য সুশৃংখলভাবে চালাতে জেলাকে ৩শোটি সেকটরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি সেকটরের অধীনে থাকবে ১০টি করে পোলিং বুথ। সেকটর অফিস গুলিতে একজন করে ম্যাজিষ্ট্রেট সহ জনা দশেক সশস্ত্র পুলিশ ও হোমগার্ড রাখা হবে। এরজন্য ৩ হাজার পুলিশ ও ৭ হাজার হোমগার্ডকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

১০ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে জেলা শাসক ব্রজবিহারী মহাপাত্র এ সব কথা জানান শ্রীমহাপাত্র কংগ্রেস ই নেতা (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কংগ্রেস সমাজবিরোধীতে ভরে গেছে—জ্যোতি বসু

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : 'ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেস তবু একটা দল-টল ছিল, এখন সেখানে সমাজবিরোধীতে ভরে গেছে। নাগপুরে কংগ্রেসী যুব-ছাত্ররা সম্মেলনে গিয়ে, দোকানপাঠ লুঠ করেছে. ওদের ভয়ে মেয়েরা রাস্তায় বেরোতে পারেনি।' মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এ অভিযোগ করেছেন। শ্রীবসু ১৩ ডিসেম্বর ফরাক্কা, রঘুনাথগঞ্জ ও নবগ্রামে ৩টি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেন। ফরাক্কা ও নবগ্রামে তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ ফারুক আবদুল্লা। ডাঃ আবদুল্লা তাঁর ভাষণে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সারা দেশে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মুসলীমরা তাকিয়ে দেখুন মহারাষ্ট্র. গুজরাট, আলিগড় প্রভৃতি-স্থানে সাধারণ মানুষের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ। এ রাজ্যে এসব হয় না। আবদুল্লার মতে, দেশের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হওয়ার জন্য কংগ্রেস দায়ী। তাদেরকে ভোট দিয়ে দেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাবেন না।

রঘুনাথগঞ্জে জ্যোতি বসুর সভায় বামফ্রন্টের অন্য শরিক দলের স্থানীয় নেতারাও ভাষণ দেন। ওই সভায় শ্রীবসু বলেন, কংগ্রেসী আমলে শিক্ষার জন্য খরচ হত ১৫০ কোটী টাকা এখন হয় ৪৫০ কোটি টাকা। গরীবদের খাজনা ছাড় দেওয়া হয়েছে, বর্গাদারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এরপরেও কংগ্রেসী 'আস্পর্ধা' দেয়তারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দেশের অখণ্ডতা ভাঙ্গতে চায় সি পি এম—প্রণব

আব্দুস সামাদ, ধুলিয়ান : পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি আসনে জিতলেও বামফ্রন্ট কি কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারবেন, না—প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন ? লোকসভায় জিতে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন দেখা ছাড়া সি পি এমের কিছু করার নেই—এ মন্তব্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও কংগ্রেস-ই নেতা প্রণব মুখারজির। শনিবার সামসেরগঞ্জ বি ডি ও অফিস সংলগ্ন মাঠে এক নির্বাচনী সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি এই মন্তব্য করেন। ওই সভায় যুবনেতা সুব্রত মুখারজি, আব্দুস সাত্তার প্রমুখরাও ভাষণ দেন। সভা শুরু হওয়ার কথা ছিল বেলা ১টায়। কিন্তু নেতারা আসতে রাত সাড়ে ৮টা গড়িয়ে যায়। এই বিলম্বের কারণে সভার জমায়েত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এবং বেশীর ভাগ মানুষই তিতিবিরক্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যান। মুখ্য বক্তা প্রণববাবু তাঁর ভাষণে বলেন, গত ৪ বছরে রাজ্যের মোট ১৮৬২ কোটি টাকা খরচের মধ্যে ১৬৮৪ কোটি টাকা কেন্দ্র দিয়েছে। সি পি এম মুখে বলছে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, অথচ সরকারী টাকা নয়ছয় করে আখের গোছাতে ওদের বিবেকে বাঁধছে না। তিনি বলেন, কংগ্রেস-ই একমাত্র দল যারা দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষা করতে সক্ষম। অন্যদিকে সি পি এম দেশ যাতে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তারই চেষ্টা করছে। ইন্দিরা হত্যার পিছনে আততায়ীরা যতটা দায়ী তার চেয়েও জ্যোতিবাবুরা ইন্ধনকারী হিসেবে বেশী দায়ী। প্রণববাবু মানুষকে মহঃ সোহরাবকে ভোট দিয়ে রাজীব গান্ধীর হাত শক্ত করার আহ্বান জানান। সভার সভাপতিত্ব করেন ডাঃ কালিকুমার গুপ্ত।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা পৌষ, বুধবার, ১৩৯১ সাল।

কাহাদের দোষে ?

গত ৯ই ডিসেম্বর গভীর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রধান রাস্তার উপর অবস্থিত পাঁচটি সোনার দোকানে যে দুঃসাহসিক চুরি হয়, তাহা নিঃসন্দেহে সমালোচনার বিষয় এবং নাগরিক-জীবনে এক বিরাট অস্বস্তির কারণ। যে ঝুঁকি লইয়া এই চুরি হইয়াছে, তাহা কম নয়। কিন্তু চোরেরা নিশ্চিন্ত মনে অর্থাৎ নিরুদ্বেগে চুরি করিবার অবকাশ নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবে। নহিলে দোকান ঘরে ঢুকিয়া দেওয়ালে গাঁথা লোহার সিন্দুক দেওয়াল হইতে খসাইয়া অমন ভারী সিন্দুক উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয় কী প্রকারে? পরদিন সিন্দুকগুলি শহর ছাড়াইয়া বহু দূরে অর্থাৎ বহরমপুর ও নদীয়ার দেবগ্রামের কাছে ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ঐ সিন্দুকগুলি নিশ্চয়ই লরীযোগে লইয়া যাওয়া হয়। বিভিন্ন দোকানের দেওয়াল-গাঁথা সিন্দুক খসাইয়া লইতে এবং তাহা লরীতে তুলিতে লোকজন ভালমতই লাগিয়াছে এবং সময়ও বেশ লাগিয়াছে। এই সঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, চোরেরা শান্তিতেই কাজ করিতে পারিয়াছে।

উল্লেখিত দুঃসাহসিক চুরির ব্যাপারে পরদিন অর্থাৎ ১০ই ডিসেম্বর শহরের ব্যবসায়ীমহল তথা জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। দোকানপাট বন্ধ থাকে; মিছিল করা হয় এবং পথ অবরোধ করা হয়। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, ব্যর্থতা ইত্যাদি আজকালকার অতি সাধারণ ব্যাপার। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাহা ভালভাবেই বুঝিয়াছেন। সুতরাং এই শহরেও সে নিষ্ক্রিয়তা বা ব্যর্থতা থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য কিছু নাই। শহরের রাস্তায় রাত্রিকালে পুলিশী টহলের ব্যবস্থা থাকে। পুলিশ বিভাগে টাউন-দারোগা নামে একটি পদ পূর্বে থাকিত। এই পদের কর্মী রাত্রিতে বিভিন্ন মহল্লা ঘুরিয়া পুলিশী পাহারা ঠিক আছে কিনা দেখিতেন। নৈশ-প্রহরার ব্যবস্থা যদি ঠিকমত থাকিত, তবে এমন চুরি ঘটিত না তাহা ঠিক। সুতরাং পুলিশের কর্তব্যে গাফিলতির জন্য জনমন বিক্ষুব্ধ হইবে, ইহা স্বাভাবিক। চোরেরা পুলিশকে কী ভাবে অবশ করিতে পারিল—ইহা ভাবিবার কথা। শান্তিরক্ষার কাজ যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত সে কার্য সম্পাদন করিবেন, নাগরিকদের পক্ষ হইতে এইটুকু নিশ্চয়ই আশা করা যায়। আজ সর্বত্র পুলিশ বিভাগ যে চরম নিন্দাভাজন ও সমালোচিত হইতেছেন, তাহা কাহাদের দোষে?

ভোট কা বাত্ কভি নেহি সাচ্

[রঙ্গ যাদুকর দাদাঠাকুর সে যুগে ভোট সম্বন্ধে যে সব রঙ্গবাক্য রচনা করেছিলেন তা আজও সমান সত্য বলে প্রমাণিত। সেই কারণে সে সব রঙ্গ বাক্যের উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

—দুর্মুখ]

ভোট চায় যারা কথার সাগর তারা—মানুষকে কথার ফাঁকা চটকে ভুলিয়ে রাখে তারা। তারা ভেল্কিওয়ালার চেয়েও সেয়ানা। তাদের মূলমন্ত্র—

নিতে পারি, খেতে পারি,
দিতে পারি না,
বল্‌তে পারি, কইতে পারি,
সইতে পারি না।

ভোট শেষে তাদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে দাদাঠাকুর বলেছেন—'তোম্ হামকো বাৎসে খুসি কিয়া—হাম তোমকো বাৎসে খুসি কিয়া—লেনা দেনা ক্যা হ্যায়'।

হে দুঃখী নিরন্নের দল, তোমরা এটা জেনে রেখো যে তোমাদের ভোটও যেমন মুখের কথা, ওদের স্তোক বাক্যও তেমন মুখের কথা। তোমাদের বাক্যের দ্বারা ওদের খুসি করেছো, ওরাও বাক্যের দ্বারা তোমাদের ভুলিয়ে রাখছে। ওরা বাতের কর্তা, ভাতের কর্তা নয়।'

'কর্ণধারেরা ফাঁকা স্তোক বাক্যে এই সব অর্দ্ধমৃত সর্বহারাদের নেতৃত্ব দাবি ত্যাগ করতে রাজি না হয়ে কথার জোচ্চোরি ও দোকানদারী দ্বারা টাল-বাহানা করে কেবল দিনের পর দিন মানুষকে ফাঁকা আশা দিয়ে মুরুব্বিয়ানার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে।'

'হে স্বায়ত্ব শাসনের বাহন, হে ভোট, হে অঘটন ঘটন পটিয়ান্ তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।'

জমিদারকে তুমি দীনের দুয়ারে লইয়া যাও; শক্তিমানকে দুর্বলের করতলগত করাও, সুব্রাহ্মণকে শূদ্র যবনের আস্তাকুঁড়ে বসাও। হে ভোট তুমি অনন্ত শক্তিধর তোমাকে নমস্কার।

বন্ধুতে বন্ধুতে তুমি বিচ্ছেদ ঘটাও; বলহীনের পীড়নে তুমি উদ্যোক্তা হও; চির-মনোবিবাদের খনি তুমি রচনা কর। হে নারদের মানসপুত্র তোমাকে নমস্কার।

চিরান্ধকারময় পথ তুমি আলোকিত কর—অন্ততঃ পক্ষে সেখানে Light Post বসাও, ভাঙ্গা পথ জোড়া দাও; দেবতার বেদী ও মন্দির নির্মাণ করাও। হে কুহকী তোমাকে নমস্কার।

অভাবগ্রস্তকে তুমি ঋণদান কর, পদপ্রার্থীর সম্মুখে তুমি পদের প্রলোভন প্রসারিত কর, মধুর বচনে তুমি মনের ক্ষোভ নিবারণ কর। তোমার গুণের তুলনা নাই। তোমাকে নমস্কার।

তোমার দয়ায় রাত্রিতে লোকে ঘুমাইতে পায় না, পথে বিনা বাধায় স্বাচ্ছন্দ চিত্তে কোথাও যাইতে পায় না; পাওনাদারের তাড়া ও তাগিদকেও তুমি পরাজিত কর—সকল লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা তুমি ঘুচাইতে পার। তোমাকে নমস্কার।

চণ্ডীদাসের ভাষায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—'কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান!' একবার election এ যে বলে যে আর দাঁড়াইব না, পরের বার আবার সে দাঁড়ায়, আবার তোমার জন্য দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়ায়। হে অপূর্ব যাদুকর, তোমাকে নমস্কার।

পূজার অবকাশ কোন কথা, কোনও অবকাশের অবকাশ তোমার কাছে নাই—সিংহবাহিনীর মূর্তিও তোমার নিকটে ম্লান—আমরা তোমায় অভিনন্দন করিতেছি। তোমাকে নমস্কার।

ভোটপ্রার্থীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে দাদাঠাকুর সরস ভঙ্গীতে লিখেছেন:

১। 'ঘৃণা, লজ্জা, কুল, মান করিয়াছি
পরিহার।
আমি অক্রোধ পরমানন্দ বিনয়ের
অবতার।
কাজটি হাসিল হয়ে গেলে তখন
কেবা কার।
দিব্য চক্ষে স্বরূপ আমার দেখ্‌বে
পরিষ্কার।'

২। 'ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দে যে ত্যানা কহে,
বলে তেঁহু কাকা বাড়ীতে আছ হে?
যিনি তস্কর দলপতি দৈত্য গুরু,
তিনি বাক্যদানে আজি কল্পতরু।'

কংগ্রেস (ই)-র হাতে দেশ নিরাপদ নয়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

ধুলিয়ান: গত ১৮ ডিসেম্বর কাঞ্চনতলায় জমিদার বাড়ীর মাঠে সি পি (আই) এমের ডাকে দলীয় প্রার্থী জয়নাল আবেদিনের সমর্থনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমসেরগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক তোয়াব আলী সভাপতিত্ব করেন। প্রধান বক্তা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য বলেন—৩৫ বছর দেশ শাসন করে কংগ্রেস দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। কংগ্রেস (ই) শাসনে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, শিখ হোক, আর খৃষ্টান হোক কেউই নিরাপদ নন। কংগ্রেস একটি গলা পচা দল। সব রাজ্যেই তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া দ্বন্দ্ব। পঃ বঙ্গে জাত-পাত, কোন কুসংস্কার বা সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব নেই। কংগ্রেসের নেতৃত্ব কোন আন্দোলন বা উন্নয়নের কর্মসূচীতে সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণকে যুক্ত করতে পারেনি। কংগ্রেস (ই)র মাঝি মাল্লার অভাব হয়ত নেই। কিন্তু তারা হাওয়ার সময় থাকেন, উজানে উধাও হয়ে যান। তাদের বেশীর ভাগই মরশুমী নেতা। কেন বেকারী বাড়ছে, কেন দারিদ্র বাড়ছে, কেন জিনিষ-পত্রের দাম বাড়ছে এ সব কথা ভাবা দরকার। প্রধান অতিথির ভাষণে জেলা সম্পাদক মধুগাগ বলেন, কংগ্রেস (ই) এবার আর কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসতে পারবে না। কেন্দ্রে একটা গণতন্ত্র রক্ষাকারী সরকার গঠন করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের পঃ বঙ্গের ৪২টি আসনে কংগ্রেস (ই) কে পরাস্ত করার আহ্বান জানান।

'সি পি এম ও কংগ্রেস দু'দলই সাম্প্রদায়িক'

কঁকুড়িয়া: গত ১৬ ডিসেম্বর মুসলীম লীগের ডাকে তাঁদের প্রার্থী জিয়াউর মোল্লার সমর্থনে কাঁকুড়িয়া মোড়ের এক জনসভায় মুসলিম লীগের রাজ্য কমিটির সভাপতি হাসানুজ্জামান পঃ বঙ্গের সি পি এম ও কংগ্রেস (ই) কে সাম্প্রদায়িক দল বলে মন্তব্য করেন। সি পি এম গত ৩১ মে ইসলামপুরে মসজিদ ভেঙ্গে—মুসলমানদের কাছে বামপন্থার নজির সৃষ্টি করেছেন। তারা মুসলীমদের ধর্মীয় অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হত্যা করেছে। লুঠতরাজে, মেয়েদের উপর অত্যাচার ও যে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কংগ্রেস (ই) নেতাদের তো দেখা যায়নি। এমনই কত অসংখ্য ঘটনা কংগ্রেসী ও সি পি এম জমানায় ঘটেছে ও ঘটছে। বামফ্রন্ট রাজত্বে ব্যাপক মদ বিক্রি, চুরি, ছিনতাই ডাকাতি, খুন, নারী ধর্ষণ, দাঙ্গা কোনটা না হয়। বর্তমান সরকার রাজ্যে ঢালাও ভাবে মদের লাইসেন্স দিচ্ছে। ফলে দেশে সমাজবিরোধীমূলক কাজ বাড়ছে। কংগ্রেস একে তুলেনি সি পি এম ও একে তুলতে নারাজ। এদের অপরাধের তালিকা এই টুকুতেই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

শুভ বিবাহের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
বিপুল সম্ভারে
পাণ্ডত ষ্টেশনার্স
র ঘু না থ গ ঞ্জ
ফোন : ১১২

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে
সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের
বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বাড়ী বিক্রয়
বাবুবাজার বারুইপাড়ার অন্তর্গত ওয়ার্ড ৩ হোল্ডিং নং ৭৬৫/৯৩০ বাড়িটি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
কুমারী কস্তুরী সাহা
(বারুইপাড়া) বাবুবাজার, জঙ্গিপুর

জায়গা বিক্রয়
মিয়াপুরে মেন রাস্তার ধারে বিড়ি ফ্যাক্টরীর নিকট ফ্যাক্টরী, ব্যবসা, বসবাস উপযোগী জায়গা বিক্রয়। যোগাযোগ করুন—
শ্রীগৌরীপ্রসাদ সরকার
ষ্টেট ব্যাঙ্ক (জঙ্গিপুর শাখা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা শিল্প কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বনির্ভর কর্মনিযুক্তি পরিকল্পনা

উপরোক্ত পরিকল্পনা সার্থক রূপায়ণের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীগণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

এই দরখাস্ত কেবলমাত্র কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প এবং সেবামূলক (যথা : চুলকাটা সেলুন, ধোপিখানা, ডেকোরেটিং এর কাজ, রিক্সা এবং ঘোড়ারগাড়ী সহযোগে মাল পরিবহণ ইত্যাদি) প্রকল্পএর জন্য আহ্বান করা যাইতেছে। এই দরখাস্তের মারফৎ ব্যক্তিগতভাবে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হইতে মিশ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হইবে।

সাদা কাগজে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী দুই প্রস্থ দরখাস্ত অন্যান্য নথিপত্রসহ দুই প্রস্থ করিয়া একটি খামে ভরিয়া জিলা শিল্প কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ সি, আর দাস রোড বহরমপুর এর অফিসে রক্ষিত একটি বিশেষ বাক্সে জমা দিতে হইবে। এই দরখাস্ত কেবলমাত্র সরকারীভাবে এই জেলার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিবেচনা করা হইবে।

আবেদন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ৭ই জানুয়ারী ১৯৮৫ সাল। মহিলা, কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তপশিলী জাতি ও উপজাতি প্রার্থীগণের দরখাস্ত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হইবে।

দরখাস্তকারীর যোগ্যতা :—ক) দরখাস্তকারীর বয়স ১৯৮৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ১৮ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে।

খ) দরখাস্তকারীকে ম্যাট্রিকুলেশন বা দশম শ্রেণী পাশ অথবা তাহার উর্দ্ধে হইতে হইবে।

গ) দরখাস্তকারীকে নিজ এলাকার কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নথীভুক্ত হইতে হইবে।

দরখাস্তের ছক

জেনারেল ম্যানেজার,
জিলা শিল্প কেন্দ্র, মুর্শিদাবাদ
সি, আর, দাস রোড,
পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

মহাশয়,

শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বনির্ভর কর্মনিযুক্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি..... টাকার পরিকল্পনা সহ দুই প্রস্থ দরখাস্ত এবং অন্যান্য নথীপত্র আপনার বিবেচনার জন্য পেশ করিতেছি।

১ দরখাস্তকারীর নাম :
২। পিতা/স্বামীর নাম :
৩। বাসস্থানের ঠিকানা :
মিউনিসিপ্যালিটি / পঞ্চায়েত সমিতি / ব্লক / গ্রাম / পোঃ অঃ/ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।)
৪। তপশিলী জাতি বা উপজাতি কিনা (হইলে কি জাতি উল্লেখ করিতে হইবে।
৫। ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা :
খ) কারিগরী যোগ্যতা :
(যদি কিছু থাকে)
৬। ক) জন্ম তারিখ :
খ) ৩১/১/৮৫ তে বয়স :
৭। ক) কর্মসংস্থান প্রকল্পের নথিভুক্তি নম্বর :
খ) কর্মসংস্থান প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা :
৮। যে শিল্প বা সেবামূলক প্রকল্পের জন্য দরখাস্ত করিতেছেন তাহার বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না :
৯। যে শিল্প বা সেবামূলক প্রকল্পের জন্য দরখাস্ত করিতেছেন তাহার নাম :
১০। প্রস্তাবিত শিল্প বা সেবামূলক প্রকল্প যে স্থানে রূপায়িত হইবে তাহার ঠিকানা :
(গ্রাম / ব্লক/পঞ্চায়েত সমিতি / গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।)
১১। পরিবারের বাৎসরিক আয় কত :
১২। পারিবারিক আর্থিক সঙ্গতির বিবরণ :
ক) আয়কারী লোকের সংখ্যা :
খ) নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা :
গ) আয়ের সূত্র :
১৩। পূর্ব্বে কোন ঋণ নিয়ে থাকিলে তার বিস্তারিত বিবরণ :
ক) কোন সংস্থা হইতে ঋণ লইয়াছেন?
খ) অপরিশোধ্য ঋণ কত?
গ) কি উদ্দেশ্যে ঋণ লইয়াছেন?

বিবৃতি

আমি বিবৃতি দিতেছি যে, আমি কোন স্বচ্ছল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নই। আমি বিবৃতি দিতেছি যে আমার কোন বিকল্প আর্থিক সংস্থানের সুযোগ নাই। উপরোক্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। আমি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন অসত্য বিবরণ দিই তাহা হইলে আমার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে এবং ঐ অসত্য বিবরণের উপর বিবেচনা করে যদি কোন ঋণ বা ভরতুকির টাকা আমার অনুকূলে অনুমোদিত হয় এবং পরবর্ত্তীকালে ধরা পড়ে তবে আমি ঋণ-এর টাকা সুদসমেত ব্যাঙ্কে জমা দিতে বাধ্য থাকিব।

নিম্নলিখিত নথীপত্র দরখাস্তের সাথে গাঁথিয়া দেওয়া হইল :—
(১) বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রত্যয়িত নকল—দুই কপি।
(২) কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের নথীভুক্তি কার্ডের প্রত্যয়িত নকল—দুই কপি।
(৩) পারিবারিক বার্ষিক আয়ের প্রমাণস্বরূপ পঞ্চায়েত অথবা মিউনিসিপ্যালিটির প্রমাণপত্র—দুই কপি।

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর
তারিখ—

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

বাড়া ভাতে ছাই দিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর) সোহরাবের। দুজনেই শিক্ষক। উভয়েই স্থদলীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট পরিচিত মুখ। প্রার্থীপদ ঘোষণা করে সি পি এম নির্বাচনী আসরে নেমেছে বহু আগেই। কিন্তু কংগ্রেসে বহু টানাপোড়েনের পর মহঃ সোহরাবকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এম এল এ হাবিবুর রহমানও ওই আসনের একজন দাবীদার ছিলেন। এ নিয়ে পত্র পত্রিকায় যে সমস্ত খবরাদি বেরোয় কংগ্রেসের রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সভাপতি প্রভাত মুখার্জির মতে, খবরগুলি সব সত্য নয়। হাবিবুর দলের হয়ে মনোনয়ন চেয়েছিলেন সোহরাবেরই ইঙ্গিতে। এতে সাত্তারের সবুজ সংকেত পাওয়ার সংবাদও ঠিক নয়। তাঁরা লুৎফল হকের বাড়িতে এ নিয়ে কোন গোপন বৈঠক করেছিলেন এ খবরও অস্বীকার করেছেন প্রভাতবাবু। এদিকে জঙ্গিপুরে কংগ্রেসী অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস নেতা দিলীপ সিংহ বিক্ষুব্ধ হিসেবে নির্বাচনী আসরে একজন প্রার্থী হয়েছেন। যদিও তাঁর সমর্থনে কোথাও বিন্দুমাত্র প্রচার, পোষ্টার বা সমর্থককে প্রচারের কাজে দেখা যায়নি, তবুও শ্রীসিংহের আশা, তিনি ৬০ থেকে ৬৫ হাজার ভোট পাবেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায় হাজী লুৎফল হক। অরঙ্গাবাদে হকের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ। তাই তাঁর বিরোধীতা কংগ্রেসী প্রার্থীকে যথেষ্ট দুর্ব্বল করেছে। এই দুর্ব্বলতা কাটাতে হকের কাছে এসেছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি। সঙ্গে ছিলেন আব্দুস সাত্তার এবং সুব্রত মুখার্জিও। কিন্তু লুৎফল হককে সোহরাবের হয়ে প্রচারে নামাতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। প্রণববাবুকে '৭৭ থেকে '৮২ সাল পর্যন্ত জঙ্গিপুরে কংগ্রেসের আসল রূপটি শ্রীহক খুলে বলেছেন। তাঁর মূল বক্তব্যই ছিল, সাত্তাত্তরে তাঁর পরাজয়ে, আশিতে তাঁর বিপর্যয়ে, বিরাশিতে তাঁর এম এল এ নির্বাচনে এবং ওই এলাকার পঞ্চায়েতী লড়াই-এ মহঃ সোহরাব তাঁর বিরোধীতা করেছেন সবরকমভাবে, এমন কি ড্যামি প্রার্থী দাড় করিয়েও। তাঁর কর্মীদের অনেককেই গাদা গাদা মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই সোহরাবের হয়ে ভোট চাইতে যাওয়া হকের পক্ষে সম্ভব নয়। এইসব কথাবার্তার সময় আব্দুস সাত্তার ছিলেন একেবারে চুপচাপ। লুৎফল হক এখন অরঙ্গাবাদে। নির্বাচন পর্যন্ত অসুস্থতার কারণে তিনি সেখানেই থাকবেন বলে ঠিক করেছেন। অন্যদিকে আরও দুজন প্রভাবশালী দলীয় নেতা কংগ্রেসের বিরোধীতা করছেন শোনা যাচ্ছে। এদের মধ্যে একজন চলে গেছেন বহরমপুরে অতীশবাবুর হয়ে খাটতে। অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু কংগ্রেসে নয়, বামফ্রন্টের মধ্যেও প্রবল। বিশেষ করে ধুলিয়ানে আর এস পি'র কিছু কর্মীকে বি জে পির হয়ে এবং ফঃ ব্লকের কিছু কর্মীকে কংগ্রেসের হয়ে প্রচারে নামতে দেখা যাচ্ছে। সুতী ও রঘুনাথগঞ্জ এলাকার আর এস পি কর্মীরাও সি পি এমের হয়ে তেমনভাবে প্রচারে নামেনি। জঙ্গিপুরে গত বিধানসভায় সি পি এম আর এস পির জামানত জব্দ করিয়েছে এই কারণেই তারা অনেকেই নিশ্চুপ হয়ে বসে। এতসব অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধীতা সত্ত্বেও জঙ্গিপুরের মূল ফলাফল অনেকটাই নির্ভর করছে ৩টি বিষয়ের উপর। যথা (১) বি জে পির অনিমা বসু কতটা ভোট টানেন (২) দিলীপ সিংহ কি পরিমাণ ভোট পাবেন এবং (৩) এস ইউ সি প্রার্থীর অবস্থা জঙ্গিপুর এলাকায় কি দাঁড়াবে তার উপর। শহরাঞ্চলের ভোট বেশীর ভাগ কংগ্রেসের দিকে গেলেও গ্রামাঞ্চলের নীচুতলার ভোটে তারা কতটা ভাগ বসাতে পারবেন তার উপরই নির্ভরশীল সোহরাব সাহেবের অবস্থা কি হবে। তবে মূল চাবিকাঠিটি এখনও লুৎফল হকের হাতে। তিনিই বলতে পারেন কংগ্রেস হারবে না ধরাশায়ী হবে আপাততঃ একমাত্র তিনিই ঠেকাতে পারেন জয়নালের জয়রথ। কংগ্রেসের এক নেতা অবশ্য আমাদের কাছে বলেছেন, জঙ্গিপুর, খড়গ্রাম, সুতী, অরঙ্গাবাদ এবং সাগরদীঘিতে তারা সি পি এম প্রার্থীর চেয়ে এগিয়ে থাকবেন। অন্যদিকে সি পি এমের লোকাল কমিটির আশা, ৭ বিধানসভা কেন্দ্রেই তারা কংগ্রেসের চেয়ে এগিয়ে থাকবেন। এবং গতবারের চেয়ে ব্যবধানও বাড়াতে সক্ষম হবেন। আমাদের প্রতিবেদকেরা বুক ঠুকে এ ধরনের কোনো ভবিষ্যদ্বাণীতে রাজী হননি। তাদের ধারণা, সি পি এমের অবস্থা যত অনুকূলই হোক না ভোটের ফারাক এবারে অনেকটাই কমে যাবে। অবশ্য কোথাকার জল শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা বোঝা যাবে এক সপ্তাহ বাদে ভোট গণনার পরে। তার আগে পর্যন্ত চলবে উত্তপ্ত জল্পনা আর রাজনৈতিক হিসেব নিকেষ। চায়ের কাপেও উঠবে তুফান।

রেলমন্ত্রীর জনসভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন দেওয়াল বাদ রাখেনি, কাজেই ওদের লিখনের ওপরে অথবা পাশে এবং সিনেমা স্লাইটে ঠাঁই করে নিতে হয়েছে কংগ্রেসকে। পথসভা, মিছিল ইত্যাদি মাঝে মধ্যে চোখে পড়ছে—তাতেও যেন মনে হচ্ছে আন্তরিকতা নাই। বিরোধীতা চোখে পড়ছে না, অথচ পরিস্থিতি যাচাই করে কেমন যেন মনে হচ্ছে—যদিও স্থানীয় একজন দলীয় নেতার মতে, এখানে কেউ নিজেদের বিরোধীতা করছে না—আসলে সবাই নেতা সাজতে গিয়ে নির্বাচনের মুখে নাকি এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের সবচেয়ে ক্ষতি এবং সি পি এমকে সবচেয়ে বেশী লাভবান করেছে 'ইন্দিরা গান্ধীর সৈনিক' রেলমন্ত্রী এ বি এ গনি খানের সাম্প্রতিক জনসভা। সাগরদীঘি হাইস্কুল ময়দানে ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনী জনসভায় রেলমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হাওড়া থেকে আজিমগঞ্জ—সাগরদীঘি হয়ে নলহাটী পর্যন্ত একটি ট্রেন চলবে পয়লা নভেম্বর অথবা নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এবং এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে সাগরদীঘি ষ্টেশনকে ঢেলে সাজানো (রিমডেলিং) হবে। বিনিময়ে তিনি ভোটারদের কাছে তাঁদের দলের জেতার জন্য ভোট চেয়েছিলেন। কিন্তু রেলমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতির কোনটিও নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর এখন পর্যন্ত অর্থাৎ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত রাখতে পারেননি। ফলে ভোটাররা হয়েছেন হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ। দলের কর্মীরাও আমতা আমতা করা ছাড়া গনি খানের বচন সম্পর্কে আশার কথা বলতে পারছেন না। সি পি এম এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করছে। এবং করবেই। গনি খানের 'ভাঁওতাবাজি' সম্পর্কে ভোটারদের তারা সাবধান করে দিতে ভুলছে না। এবং যেহেতু 'দেনা-পাওনা'র ব্যাপার সেই হেতু এই টোপ গিলিয়ে নির্বাচনী ফায়দা তারা সহজেই তুলে নেবে।

অন্যান্য দলের প্রার্থীর পক্ষেও প্রচার চালানো হচ্ছে। তবে ভোটারদের মন তাঁরা জয় করতে পারছেন কিনা সন্দেহ। সাম্রাজ্যবাদের দালাল অথবা রাশিয়া-আমেরিকার বস্তাপচা বুলি কপচে আজকাল (শুধু আজকাল কেন, কোনদিনই নয়)। আর গ্রামের ভোটারের মন জয় করা যায় না। মন জয় করা যায় না জিপের ওপর উঠে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে নেচেকুদে মহিলা বক্তার বক্তব্যেও। অভিনয় হয়তো সাময়িকভাবে মন জয় করতে পারে জনতার, দর্শকের, শ্রোতার; কিন্তু ভোটারের নয়। তাহলে অমিতাভ-সুনীল-বৈজয়ন্তী-শিবাজীকে রূপালী পর্দা ছেড়ে চুরাশির ভোটের আসরে ভোটারের দরবারে হাজির হতে হত না।

কড়া পাহারা বসবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আব্দুস সাত্তারের অভিযোগও অস্বীকার করেন। শ্রীসাত্তারের অভিযোগ ছিল নির্বাচনের আগে গ্রামে গ্রামে উন্নয়ণমুলক কাজ দেখিয়ে সি পি এম ভোট কিনতে চাইছে। জেলা শাসক জানান, বন্যার ফলে প্রায় ৮৬টি পোলিং বুথ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বুথগুলিতে যাতায়াতের রাস্তাগুলিও ভেঙ্গেচুরে গেছে। নির্বাচনের জন্য সেগুলিকে সাময়িকভাবে মেরামত করা হচ্ছে। জেলা শাসক জানান, এবারে জেলায় গতবারের চেয়ে ২ লক্ষ ৫ হাজার ৯১৫ জন ভোটার বেড়েছে। সব মিলিয়ে জেলায় ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৩৫। এছাড়াও করিমপুরে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪ জন এবং কেতুগ্রামে ১ লক্ষ ১ হাজার ২৩৩ জন ভোটারও এবারে এ জেলার অন্তর্গত ২টি কেন্দ্রে ভোট দেবেন। জেলায় নির্বাচনী কাজ চালানোর জন্য ১৪,১৪১ জন কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। এদের পরিবহনের জন্য ৯শো টি ট্রাক, ২১০টি বাস ও মিনিবাস, ২শোটি ছোট ছোট যান এবং প্রয়োজনমত গরুর গাড়ী ও নৌকা কাজে লাগানো হচ্ছে। জেলাশাসক জানান, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ৪টি মহকুমা সদরের এস ডি ও অফিসগুলিতে ভোট গণনার কাজ চলবে। প্রত্যেকটি গণনাস্থলে একটি করে প্রেস কর্ণার থাকবে। সেখান থেকে সাংবাদিকদের কাছে নিয়মিতভাবে ফলাফল জানানো হবে। এছাড়া বহরমপুরে বি এইচ বি ৮৫, ৮০২, ৩৮৯, ১৪৭, ১৫৩, লালবাগে এম এস ডি ২২, ৬৯, কান্দীতে কান্দী ২২১ এবং জঙ্গিপুরে আর জি জি ২১ ও ১০২ নম্বরে টেলিফোন করেও ভোটের ফলাফল জানা যাবে বলে শ্রীমহাপাত্র জানান।

সমাজ বিরোধীতে ভরে গেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর) তিনি বলেন, কংগ্রেস আইন শৃংখলার কথা বলে। কিন্তু পাঞ্জাবে তারা কি করেছে যখন স্বর্ণমন্দিরে অস্ত্র ঢুকছিল? ইন্দিরা দিল্লীতে তাঁর বাড়ীতে খুন হলেন। কিভাবে সরকার চলছে চিন্তা করুন তো! এসব কংগ্রেসের নিজস্ব ব্যাপার নয়, দেশের নিরাপত্তার ব্যাপার। ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় তাই বামফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য শ্রীবসু সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানান।

দু দলই সাম্প্রদায়িক

(২য় পৃষ্ঠার পর)

শেষ নয়। এরা জাত, পাত, সম্প্রদায় অঞ্চল গোষ্ঠী, ভাষা-প্রেমী ও দলের নামে মানুষ হত্যা করে, মানুষের ইজ্জত হরণ করে। এমন কি ব্যর্থ কনট্রোল, ফ্যামিলি প্লানিং এর নামে বাচ্চাদেরও খুন করে। এই খুনীদের কি ভোট দেবেন?

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।